প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক–এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আন নামল অনুবাদ (আয়াত ১-৬) ১৫
সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৫
তাফসীর (আয়াত ১-৬) ১৮
কোরআন থেকে হেদায়াতপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত ১৮
অনুবাদ (আয়াত ৭-১৪) ২১
তাফসীর (আয়াত ৭-১৪) ২২
মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কথপোকথন ২২
অনুবাদ (আয়াত ১৫-৪৪) ২৬
তাফসীর (আয়াত ১৫-৪৪) ৩০
জ্ঞানের উৎস ও তার সঠিক প্রয়োগ ৩২
জ্বিন ও প্রাণীজগত নিয়ে সোলায়মান (আ.) -এর সাম্রাজ্য ৩৩
সাবার রাণীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ৪০
অনুবাদ (আয়াত ৪৫-৫৩) ৪৮
তাফসীর (আয়াত ৪৫-৫৩) ৪৯
সালেহ (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ৪৯
অনুবাদ (আয়াত ৫৪-৫৮) ৫৪
তাফসীর (আয়াত ৫৪-৫৮) ৫৪
কওমে লূতের বিকৃত রুচী ৫৪
অনুবাদ (আয়াত ৫৯-৯৩) ৫৭
তাফসীর (আয়াত ৫৯-৯৩) ৬২
বিবেকের দরজায় কোরআনের কষাঘাত ৬৩
পুনরুত্থান প্রথম সৃষ্টিরই অনিবার্য দাবী ৬৯
গায়বে বিশ্বাস গায়বের এলৃম এক নয় ৭১
পুনরুত্থান নিয়ে সন্দেহবাদীদের বিতর্কের অপনোদন ৭৪
পুনরুত্থান নিয়ে ঠাট্টা মশকারার পরিণতি ৭৭
মানবজাতির ক্ষমাহীন উদাসীনতা ৭৮
ইহুদীদের বিকৃতি ও মতভেদে লিপ্ত হওয়া ৭৯
কোরআন হচ্ছে মোমেনদের পথ প্রদর্শক ৮২
দ্বীনবিমুখ অন্ধদের মোকাবেলায় দায়ীদের অবস্থান ৮৩
কেয়ামতের কিছু আলামত ৮৫
দ্বীন প্রত্যাখ্যানকারীদের করুণ পরিণতি ৮৭
আল্লাহর নিদর্শন ও কেয়ামতের মহাপ্রলয় ৮৮
আল্লাহর সার্বভৌমত্বই ইসলামের মূল চেতনা ৯০
সূরা আল কাছাছ অনুবাদ (আয়াত ১-১৪) ৯৩
সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১০০
তাফসীর (আয়াত ১-১৪) ১০৬
হযরত মূসা (আ.)-এর বিচিত্র শৈশব ১০৭
কিবতীদের ওপর ফেরাউনের নির্মম অত্যাচার ১০৯
আল্লাহর কুদরতে দুশমনের হাতেই মূসা (আ.) -এর লালন পালন ১১৩
কিবতী হত্যার ঘটনা ১১৫
কেরাউনের হুলিয়া জারী ও মূসা (আ.) -এর দেশত্যাগ ১১৭
মাদইয়ান এসে আশ্রয় পেলেন ১১৮
বিয়ে করলেন হযরত মূসা (আ.) ১২১
বিয়ের ব্যাপারে ইসলামী সমাজের দৃষ্টিভংগি ১২৩
মূসা (আ.)এর প্রত্যাবর্তন ১২৪
আল্লাহর সাথে কথপোকথন ও মূসার ওহীপ্রাপ্তি ১২৮
মূসা (আ.)-এর দাওয়াতের প্রতি ফেরাউন ও তার জাতির অস্বীকৃতি ১৩১
অনুবাদ (আয়াত ৪৪-৭৫) ১৩৫
তাফসীর (আয়াত ৪৪-৭৫) ১৪০
কোরআনের যুক্তি ও কাফেরদের গোয়ার্তুমী ১৪০
কোরআন শুনে খৃষ্টান কাফেলার ঈমান আনা ১৪৩

হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে ১৪৬

সমাজের ভয়ে হেদায়াতের পথ পরিত্যাগ করা ১৪৮

আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ১৫৩

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন ১৫৫

অনুবাদ (আয়াত ৭৬-৮৪) ১৫৮

তাফসীর (আয়াত ৭৬-৮৪) ১৬০

ধনকুবের কারূনের ধ্বংসের ইতিহাস ১৬০

অনুবাদ (আয়াত ৮৫-৮৮) ১৬৭

তাফসীর (আয়াত ৮৫-৮৮) ১৬৭

মোহাজেরদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওয়াদা ১৬৭

ইসলামবিরোধীদের সহযোগীতা না করার নির্দেশ ১৬৮

সূরা আল আনকাবুত অনুবাদ (আয়াত ১-১৩) ১৭১

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৭৩

তাফসীর (আয়াত ১-১৩) ১৭৫

ঈমানের পথে পরীক্ষা অনিবার্য ১৭৫

ঈমানের পরীক্ষায় মোনাফেকদের অবস্থা ১৮১

অনুবাদ (আয়াত ১৪-৪৫) ১৮৪

তাফসীর (আয়াত ১৪-৪৫) ১৮৯

হযরত নূহ ও ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা ১৯০

দাওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি কোরআনের আহবান ১৯২

ইবরাহীম (আ.)-কে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র ১৯৫

কওমে লুতের চারিত্রিক বিকৃতি ও ধ্বংস ১৯৭

কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস ১৯৯

বাতিলশক্তি মাকড়শার মতো দুর্বল ২০১

অনুবাদ (আয়াত ৪৬-৬৯) ২০৪

তাফসীর (আয়াত ৪৬-৬৯) ২০৭

দাওয়াতের কাজে উত্তেজিত হওয়া নিষিদ্ধ ২১০

মানবতার মহাগ্রন্থ আল কোরআন সম্পর্কে কিছু কথা ২১২

জ্ঞানান্ধ কাফেররাই শুধু অলৌকিক কিছু দেখতে চায় ২১৪

জাহান্নাম পাপিষ্ঠদের সারাক্ষণ ঘিরে রাখবে ২১৭

ঈমান বাঁচানোর জন্যে হিজরত করা ২১৯

মোশরেকদের বিশ্বাসের ধরণ ২২২

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে ইসলামী দর্শন ২২৪

শুধু বিপদের সময়ই আল্লাহর স্মরণ করা ২২৫

সূরা আর রোম (সংক্ষিপ্ত আলোচনা) ২২৮

অনুবাদ (আয়াত ১-৩২) ২৩১

তাফসীর (আয়াত ১-৩২) ২৩৫

ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মৌলিক দৃষ্টিভংগী ২৩৭

জীবনের বাঁকে বাঁকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন ২৪২

মোশরেকদের স্ববিরোধিতা ২৪৮

অনুবাদ (আয়াত ৩৩-৬০) ২৫১

তাফসীর (আয়াত ৩৩-৬০) ২৫৫

মতভেদ ও দলাদলিই হচ্ছে মোশরেকদের চরিত্র ২৫৫

ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে শেরেকে লিপ্ত হওয়া ২৫৮

সুখ দুঃখ, সচ্ছলতা অসচ্ছলতা সবই আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে ২৬০

বিপর্যয়ের সময় মোমেনের করণীয় ২৬৩

সৃষ্টিজগতের চারিদিকে আল্লাহর নিদর্শন ২৬৪

ঈমানদাররাই শুধু আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পায় ২৬৭

বার্ধক্যে এসে শিশুর মতো হয়ে যাওয়া ২৬৮

দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকারকারীদের গোয়ার্তুমি ২৬৯

সূরা আন নামল

আয়াত ৯৩ রুকু ৭

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝١ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٣

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝٤

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝٥

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝٦

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. ত্বা-সীন। এগুলো হচ্ছে কোরআনেরই আয়াত এবং সুস্পষ্ট কেতাব (-এর কতিপয় অংশ), ২. ঈমানদারদের জন্যে (এটা হচ্ছে) হেদায়াত ও সুসংবাদবাহী (গ্রন্থ), ৩. (তাদের জন্যে,) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কেয়ামত দিবসের ওপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। ৪. যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড আমি (সুন্দর) শোভন করে রেখেছি, ফলে তারা উদ্ভ্রান্তের মতো (আপন কর্মকান্ডের চারপাশে) ঘুরে বেড়ায়; ৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) কঠিন আযাব, আর পরকালেও এ লোকেরা ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ৬. (হে নবী,) নিশ্চয়ই প্রবল প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাকে (এ) কোরআন দেয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরা মক্কী। সূরা শুয়ারার পরই এটা নাযিল হয়। এর বর্ণনাভংগিও সূরা শোয়ারার মতোই। সূরার আলোচ্য বিষয় একইভাবে ভূমিকা ও উপসংহারে স্থান পেয়েছে। একইভাবে ভূমিকা ও উপসংহারের মাঝখানে কেসসা-কাহিনী দ্বারা আলোচ্য বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এসব কেসসা-কাহিনীতে মক্কার মোশরেক গোষ্ঠী ও পূর্ববর্তী বিবিধ জাতির চরিত্রের সাদৃশ্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে আল্লাহর শাশ্বত নীতি এবং ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের চিরন্তন রীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব হয়।

অন্যান্য সকল মক্কী সূরার মতোই এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় আকীদা বিশ্বাস তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও একমাত্র তাঁরই এবাদাত করা, আখেরাত এবং তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করা, ওহীর প্রতি বিশ্বাস করা, অদৃশ্য বিষয় যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং তিনি ছাড়া কেউ জানে না– একথা বিশ্বাস করা, আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র স্রষ্টা, জীবিকাদাতা,

নেয়ামত ও সম্পদ সম্পত্তির একমাত্র দাতা, তা বিশ্বাস করা, মানুষের ওপর আল্লাহর নেয়ামতসমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, আল্লাহ তায়ালাই যে সকল শক্তির উৎস ও মালিক এবং তাঁর ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই, একথা মেনে নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ।

এই সমস্ত বিষয়কে সমর্থন করা, যারা এগুলোতে বিশ্বাস করে তাদের পুরস্কার এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার জন্যেই স্থানে স্থানে কেসসা কাহিনী আলোচিত হয়েছে।

সূরার ভূমিকার অংশের পর পরই হযরত মূসা (স.)-এর কাহিনীর একাংশ আলোচিত হয়েছে। কাহিনীর এ অংশের বর্ণনা দেয়ার জন্যেই কেসসাটি আলোচিত হয়েছে।

সূরায় ভূমিকায় কাহিনীর এই অংশে রয়েছে হযরত মূসার আগুন দর্শন ও আগুনের কাছে গমন, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সম্বোধন ও ফেরাউনের কাছে তাকে নবী হিসেবে যাওয়ার আদেশদান। অতপর অতিদ্রুত গতিতে ফেরাউন ও তার দলবলের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টা জানানো হয়েছে। অথচ তারা সবাই নিশ্চিতভাবে জানতো যে, হযরত মূসা সত্যিই নবী। এই সত্য অস্বীকার করার শাস্তি কী, তাও তারা জানতো। 'তারা নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করলো, অথচ তাদের মন তার প্রতি বিশ্বাসী ছিলো। তারা এটা করলো নিছক যুলুম ও ঔদ্ধত্য সহকারে। অতএব, দেখে নাও নৈরাজ্যবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।' পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর ব্যাপারেও মক্কার মোশরেকরা অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছিলো।

হযরত মূসার কাহিনীর পর পরই এসেছে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে দেয়া আল্লাহর অসাধারণ নেয়ামতের কথা, তারপর রয়েছে পিঁপড়ে, হুদহুদ পাখি, সাবা জাতি ও তার রাণীর সাথে হযরত সোলায়মানের কাহিনী। এ সূরার মধ্যেই রয়েছে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের পাওয়া আল্লাহর নেয়ামত ও তার জন্যে তাঁর শোকরের বিবরণ। তাঁর প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে রয়েছে গভীর জ্ঞান, রাজত্ব, নবুওত এবং জ্বিন ও পাখির তাঁর অনুগত হওয়া। এই সাথে এর ভেতর প্রকাশ করা হয়েছে সেই মৌলিক আকীদা ও আদর্শ, যার প্রতি প্রত্যেক নবী আহ্বান জানাতেন। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে সাবা জাতি ও তার রাণী কর্তৃক হযরত সোলায়মানের চিঠির প্রতি জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার কথা– যদিও তিনি আল্লাহর বান্দাদেরই একজন। পরিশেষে কোরায়শ কর্তৃক আল্লাহর কেতাবের বিরূপ অভ্যর্থনার কথা। কোরায়শরা নবীকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আর সাবা ও তার রাণী ঈমান এনেছিলো ও বশ্যতা স্বীকার করেছিলো। হযরত সোলায়মানকে যা কিছু দেয়া হয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালাই তা দিয়েছিলেন, যা কিছু তার অনুগত করা হয়েছিলো আল্লাহ তায়ালাই করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর মালিক, তিনিই সব কিছু জানেন। হযরত সোলায়মানের রাজত্ব ও জ্ঞান আল্লাহর এই সীমাহীন রাজত্ব ও জ্ঞানের সমুদ্রেরই একটা বিন্দু মাত্র ছিলো।

এরপর এসেছে সামুদ জাতির সাথে হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনী। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে হযরত সালেহ ও তার পরিবারকে হত্যার ষড়যন্ত্র। তারপর দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সে জাতির বিরুদ্ধে পাল্টা ষড়যন্ত্র করেছেন, সামুদ জাতি ও তার কূচক্রীদের ধ্বংস করেছেন এবং হযরত সালেহ ও তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের রক্ষা করেছেন। ..... কোরায়শও রসূল (স.)-কে হত্যা ও নির্যাতন করার জন্যে চক্রান্ত আঁটতো, যেমনটি আঁটা হতো হযরত সালেহ ও তার সাথী মোমেনদের বিরুদ্ধে।